সাক্ষাৎকার ঃ মুক্তি মজুমদার

সাধন সরকার আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?

একই সঙ্গে অসামান্য সংগীতশিল্পী ও সফল সুরকার খুব বেশি দেখা যায় না। এই উভয় দিকেই যে কোন সংগীত অনুরাগীর জন্য সাধন সরকার গুরুত্বপূর্ণ। আমি অবশ্য উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ তাঁকে একজন অতি উচ্চমানের শিল্পী বলছি।

সুরকার সাধন সরকার-এর প্রতিভা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

সাধন সরকার যখন তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভাকে সুর রচনায় ব্যবহার করতে শুরু করেন, তার বৈচিত্র ও range দেখে অবাক হতে হয়। তাঁর স্বদেশ চেতনা তথা আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক চেতনাও তাঁর সুরকার পরিচয়ের মধ্যে অন্তর্লীন। চর্যাপদ থেকে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের বাঙালী জীবন ইতিহাস ও সংস্কৃতির যা কিছু গৌরবের, মহত্ত্বের ও ধরে রাখার, সেই সবই তাঁর নির্বাচিত সুরারোপিত গানে আমরা দেখতে পাই। রাগ-রাগিনীতে তাঁর আশ্চর্য দখলের সংগে তাঁর কান্ডজ্ঞানের পরিচয় পাই যখন গানের বাণী ও ভাব অনুসারে সুর তাল ও ছন্দ আরোপিত হতে দেখি। চর্যাপদে রাগিনীর গাম্ভীর্য ভাষার সঙ্গে সুপ্রযোজ্য; একুশের গানে সকরুণ মর্মভেদী সুরারোপ সম্যক আবেগকে মথিত করে। পদাবলীতে একদিকে যেমন কীর্তনের সুমধুর লালিত্য; অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের গানের সুরে ও ছন্দে বাজে রণ-দামামা।

এত বড়মাপের সংগীত শিল্পী, সুরকার এবং শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও কেন আমরা তার যোগ্য উত্তরসুরী পাইনি?

কোন বড় শিল্পী, সুরকার বা শিক্ষকের যোগ্য উত্তরসুরী কি সাধারণতঃ দেখা যায়? ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র মতো দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে প্রতিভাবান যদিবা কিছু শিষ্য-প্রশিষ্য তৈরী করে যান, তাঁরাও সেই গুরুর জায়গায় পৌঁছাতে পারেন না। প্রকৃত প্রতিভা সেইজন্যই qualitative, quantitative নয়। এই উপমহাদেশের বড়ো মাপের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পীদের সংগে তাঁর তুলনা চলতো যদি এই নির্ধন অভিমানী শিল্পীকে তুলে ধরার মতো একই সঙ্গে হৃদয়বান, সংস্কৃতিবান ও ধনবান মানুষ খুলনায় থাকতো। তখন যোগ্য উত্তরসুরী পাওয়াও হয়তো সম্ভব হত।

মানুষ সাধন সরকার সম্বন্ধে কিছু বলুন?

অতি সজ্জন, মৃদু ও স্বল্পভাষী, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষটিকে অনাড়ম্বর সাধারণ বেশভূষায় খুলনার রাস্তায় সর্বদাই পায়ে হেঁটে চলাচল করতে দেখেছি। কোনদিন পরনিন্দা-পরচর্চা করতে শুনিনি। আলোচ্য বিষয় বা সঙ্গীত প্রসঙ্গ ছাড়া কোন ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলতেও শুনিনি। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে যখন তিনি ভয়ানক অসুস্থ ও দুর্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করছেন, সে সময় তাঁকে যখন দেখতে গিয়েছিলাম, তখনও তিনি সঙ্গীত ছাড়া অন্য বিষয়ে কথা বলেননি। রবীন্দ্রনাথের গানের ধ্রুপদের ভিত্তি কীভাবে বিভিন্ন গানের মধ্যে রূপলাভ করেছে সে সম্বন্ধে বলছিলেন। বলছিলেন তরুণ গায়কদের কণ্ঠ সম্পদকে ধরে রাখতে হলে কীভাবে নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী scale নির্বাচন করতে হবে। বলছিলেন হারমোনিয়াম, অর্গান বা পিয়ানোর পর্দায় পরপর ষড়জ পরিবর্তন করে বিভিন্ন রাগ কীভাবে পাওয়া যায়। মৃত্যুর দরজায় দাঁড়ানো সেই অপরাজিত শিল্পীকে সেদিন যেমন, আজও তেমনি বারংবার নমস্কার জানিয়ে আসছি।

সাধন সরকারের কোন্ দিকটিকে আপনি সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন?

এ প্রসঙ্গ আগেও এসেছে। একজন প্রথম শ্রেণীর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী রূপেই তাঁকে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। একাধারে গম্ভীর ও মধুর কণ্ঠে নানা রাগ রাগিনীর বিলম্বিত আলাপ থেকে দ্রুত খেয়াল ঠুংরী সব কিছুই এমনভাবে বেরিয়ে আসতো যে, যেটা করতেন সেটাতেই তাঁর পারদর্শিতা প্রকাশ পেত। অন্যরা হয়তো তা মনে করতেন না। তাই তাঁর গান শোনার জন্য আসরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিনা কখনও- আমার জানা নেই। তাই তাঁর গান শোনার ধৈর্য, অভ্যাস ও সময় না থাকলেও সংবর্ধনা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য পেশ করে দায়মুক্ত হওয়াটাই জরুরী মনে করেছিলেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অনেক সময় শুনতে ভালোলাগে না- কালোয়াতিই প্রাধান্য পায়। কিন্তু তিনি সেই কালোয়াতিকে এক সৌন্দর্য বিস্তারে রূপান্তরিত করতেন- সে পূর্ণিমার রাতে বসন্ত রাগে বিলম্বিত খেয়াল হোক বা সকাল বেলার ভৈরবী ঠুংরী হোক। সর্বোপরি তিনি একজন মহৎ শিল্পী ছিলেন- সেই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়।

আপনার কি মনে হয় খুলনা তথা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কর্মীদের কাছে সাধন সরকার অবহেলিত? কেন? এতদিন পরে 'সাধন সরকার স্মারক গ্রন্থ' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে- এ সম্বন্ধে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন?

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী মাত্রেই বাংলাদেশে সাধারনতঃ অবহেলিত। ভারতে বিসমিল্লা খান অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করেও বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন। আমাদের দেশে গুণের বা যোগ্যতার কদর নেই- পরশ্রীকাতরতা আছে। সাধন সরকার একজন প্রখর আত্মমর্যাদা সম্পন্ন উচ্চমানের সঙ্গীত সাধক ও সুরকার হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আত্মপ্রচারে বিমুখতা, অতি সাধারণ জীবন-যাপন ও বেশভূষা তাঁকে একটি বর্ম পরিয়ে রেখেছিল। যাকে ভেদ করে তাঁর সম্যক পরিচয় উপলব্ধি করা আমাদের মতো তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিজের জয়ঢাক নিজেই পেটানো এদেশের রীতি। অথচ প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতিবানকে নিরাসক্ত হতে হয়। অন্যদিকে আমরা দেখি, যাঁদের ধনসম্পদ ও খ্যাতি প্রতিপত্তি থাকে, তাদের সাধারণতঃ উন্নত রুচি, মহতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা কম থাকে। ফলে শিল্পীকে মর্যাদা দান, তাঁর প্রতিভার সম্যক বিকাশ ও প্রচারে সহায়তা করা যাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল, তাঁরা সে দায় এড়িয়ে গেছেন। এককালে হয়তো তাঁর গুণী বন্ধুজন তাঁকে সমাদর করতেন। কিন্তু আশির দশকে তাঁকে রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলন পরিষদের সভাপতি রূপে দেখেছি- তখন সহযোগীদের অনেকের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান তিনি পাননি বলে মনে হয়েছে। একবার এক সহ-সভাপতি তির্যক মন্তব্য করলেন- 'আমাদের একজন glamorous সভাপতি দরকার'।

সত্য বটে, তাঁর চেহারায় ও বেশভূষায় glamour ছিল না- কিন্তু তাঁর প্রতিভার glamour বুঝতে গেলে নিজেকেও যে সঙ্গীতের জহুরী হতে হবে। তবে এতদিনে 'স্মারক গ্রন্থ' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে বুঝতে পারছি তাঁকে জানার মতো জহুরী খুলনাতেই আছে।

নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করে স্মারক গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর দেওয়া সুরের বিশাল গানের ভান্ডার সর্বসাধারণের জন্য স্বরলিপিসহ প্রকাশ করার ভার নিয়েছে তাঁরই এক সুযোগ্য ছাত্র ও উত্তরসুরী শ্রীমান পান্থ। গুরুর ঋণ শোধের সঙ্গে সঙ্গে ভাগীরথের মতো তাঁর সুর-সুরধুনীকে সর্বসাধারণের কাছে নামিয়ে এনে সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে। তার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক- তার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

['সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার স্মারক গ্রন্থ-১' থেকে সংগৃহীত]

---সমাপ্ত---